প্রথম আলো

7 JAN

শিশুদের যেন আমরা 'যন্ত্রমানব' তৈরি না করি

শি ক্ষা

নিশাত সুলতানা

সম্ভবত ২০১৪ সালের গোড়ার দিকে 'বইয়ের বোঝা' শিরোনামে আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে আমি উল্লেখ করেছিলাম শিশুদের কাঁধের দানবাকৃতির ব্যাগের কথা, বলেছিলাম রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ঘরে হোমওয়ার্ক নামক নির্যাতনের কথা, বলেছিলাম এ বিষয়ে শিশুদের পাশাপাশি শিশুদের মা-বাবার অসহায়ত্বের কথা। সবাই যেন এক জটিল চক্রে আবদ্ধ, যা থেকে মুক্তির পথ আমাদের অজানা।

সুখের বিষয় হলো, দেরিতে হলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে উঠেছে। সমস্যাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে সুপ্রিম কোর্টের তিনজন আইনজীবী হাইকোর্টে একটি রিট মামলা করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ৭ ডিসেম্বর মামলাটির চূড়ান্ত শুনানি শেষে হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন। রায়ে বলা হয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের শরীরের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী ব্যাগ বহন নিষিদ্ধ করে একটি সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে হবে। আদালতের এই নির্দেশ যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও সময়োপযোগী, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আইন প্রণয়ন সময়সাপেক্ষ বিবেচনা করে আদালত সরকারকে এমন নির্দেশনাও দিয়েছেন যে আইন প্রণয়নের আগ পর্যন্ত শিশুদের ওজনের ১০ শতাংশের বেশি ভারী ব্যাগ বহন নিষিদ্ধ করে সরকারি সার্কুলার আগামী ৩০ দিনের মধ্যে জারি করতে হবে।

এসব সিদ্ধান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা আমাদের আশাবাদী করে, বলার অপেক্ষা রাখে না। তারপরও কেন যেন বিষয়টি নিয়ে শঙ্কামুক্ত হতে পারছি না। মনে সন্দেহ জাগছে, বইয়ের বোঝা হালকা হলেই পড়ার বোঝা হালকা হবে তো! নাকি অন্য উপায়ে বইয়ের বোঝা ও পড়ার বোঝা দুটোই স্থানান্তরিত হবে শিশুদের বাসার পড়ার টেবিলে, তাদের মা-বাবার তত্ত্বাবধানে কিংবা কোচিং সেন্টার বা অন্য কোনো স্থানে। বইয়ের বোঝা হালকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি অযাচিত হোমওয়ার্কের বোঝাও হালকা হয়, তবে নিঃসন্দেহে ব্যাপারটি সুখকর। তবে বোঝা স্থানান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে সত্য প্রমাণিত হলে, তা হবে হিতে বিপরীত এবং অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

ভারী ব্যাগের অর্থ কিন্তু শুধুই বইয়ের বোঝা নয়, বরং এ বোঝা দায়িত্বেরও। এই দায়িত্ব প্রত্যক্ষভাবে কাঁধে করে বয়ে না বেড়ানোই কেবল এ দায়িত্ব থেকে পরিত্রাণের ইঙ্গিত বহন করে না। তাই চক্ষুর গোচরে এবং চক্ষুর অগোচরে অতিরিক্ত দায়িত্বের দায়ভার থেকে কোমলমতি শিশুদের মুক্তি প্রদানে কতটুকু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বা ভবিষ্যতে হবে, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। শিশুরা হাঁটাচলা কিংবা নিজেদের শরীরের ভারসাম্য রক্ষার কৌশল আয়ত্ত করার আগেই শিখছে দায়িত্ব বহন করার জটিল কৌশল। অতিরিক্ত ভারী বোঝা বহন করা শরীরের জন্য ক্ষতিকর, আমরা সবাই জানি। অনেক মা-বাবাকেই দেখি এগিয়ে আসেন সন্তানের সাহায্যে। এক হাতে সন্তান আর অন্য হাতে সন্তানের ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে চলেন স্কুলমুখে। ইদানীং ট্রলিব্যাগের উপস্থিতিও চোখে পড়ার মতো। তাই বইয়ের বোঝা শারীরিকভাবে বহন করার জন্য হয়তো বিকল্প কিছু পথও রয়েছে। কিন্তু মানসিক চাপের বোঝা বহনের বিকল্প পথ খুঁজে পাওয়া সত্যি কঠিন। তাই অতিরিক্ত দায়িত্বের ভারে জর্জরিত শিশুর মনস্তাত্ত্বিক জগৎ লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে যায়। সে বোঝা বইবে কে? হাইকোর্টের রায় কিংবা সরকারের প্রণীত সার্কুলার শিশুদের মনোজগতের ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী বোঝা অপসারণে সফল হবে তো!

শিক্ষাক্ষেত্রে আজ চলছে এক অসুস্থ ও অসম প্রতিযোগিতা। স্কুলগুলো আজ যেন প্রতিযোগিতায় মত্ত, কার চেয়ে কার সিলেবাস কলেবরে বড়, তা নিয়ে। এ প্রতিযোগিতায় কয়েক ধাপ এগিয়ে কিন্ডারগার্টেন আর ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলো। দীর্ঘ সময় স্কুলে থাকার পরও এসব শিশুকে দেওয়া হয় হোমওয়ার্ক বা বাড়ির কাজ। একদিকে পাহাড়সম সিলেবাস আর অন্যদিকে প্রতিদিন বাড়ির কাজ শেষ করার চাপে চিড়েচ্যাপ্টা অবস্থা। কিছুটা সচেতন পরিবারগুলোয় দেখা যায়, রোজ সন্ধ্যায় এসব কোমলমতি শিশুকে পড়াতে বসান তাদের মা-বাবা, বিশেষ করে মায়েরা। আর সেই মা যদি একজন কর্মজীবী মা হন, তাহলে তো কথাই নেই। শিশুদের পড়া শেষ করানোর এই গুরুদায়িত্ব তাঁর জন্য যে কতখানি ক্লান্তিকর, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সারা দিনের কর্মক্লান্তির পর তাঁর উদ্যম যখন প্রায় ফুরিয়ে আসছে, তখন তাঁকে নব উদ্যমে নিয়োজিত হতে হয় সন্তানকে শিক্ষিত করার মহান দায়িত্ব পালনে। বাজারের কোনো হেলথ ড্রিংকসই পারে না কর্মজীবী সেসব মায়ের উদ্যম ফিরিয়ে আনতে। কেউ কেউ আবার সন্তানকে কোচিং সেন্টারে পাঠিয়েও সান্ত্বনা খোঁজেন।

> আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে আইনের যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের অতিরিক্ত পড়ার বোঝা যেন বাসা, কোচিং সেন্টার বা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত না হয়, সে বিষয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে

আবার আরেকটি বাস্তব চিত্র হলো, স্কুলগুলোর সিলেবাসকে আরও স্বাস্থ্যবান বানানোর ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করছেন কিছু অতি উৎসাহী অভিভাবক। তাঁদের প্রবণতা হলো, তাঁরা হরহামেশা এক স্কুলের সিলেবাসের সঙ্গে আরেক স্কুলের সিলেবাসের তুলনা করেন। ভাবেন, পড়া চাপিয়ে দিলেই বুঝি শিশুরা তা শেষ করতে পারবে। অনেককে গর্বভরে বলতেও শুনি, 'আমার সন্তান পারছে তো!' পারছে তো বটেই, কিন্তু এত অল্প বয়সে এত পারার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আর পারলেও তা শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু স্বাস্থ্যকর!

তাই শুধু স্কুলগুলোয় এ ধরনের সার্কুলার দিয়ে দায়িত্ব শেষ করলেই চলবে না, বরং পর্দার অন্তরালে প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধানও করতে হবে। প্রয়োজন হবে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের এ বিষয়ে মানসিকতা পরিবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ ও কার্যকর প্রচার-প্রচারণা। আইন প্রণয়নের সঙ্গে সঙ্গে আইনের যথাযথভাবে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগও গ্রহণ করতে হবে। শিশুদের অতিরিক্ত পড়ার বোঝা যেন বাসা, কোচিং সেন্টার বা অন্য কোথাও স্থানান্তরিত না হয়, সে বিষয়ে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। পাঠ্যবইয়ের সহায়ক বইগুলোর আবির্ভাব যেন মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়, সে বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। পড়ার বইয়ের বোঝার চাপ কমানোর পাশাপাশি আরও যা প্রয়োজন তা হলো, ভালো ফল করার উগ্র প্রতিযোগিতার চাপ হ্রাস করা।

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হোক মানবিক গুণাবলিসমৃদ্ধ ও আলোকিত মানুষ তৈরি করা; শুধু ভালো ফল প্রদানকারী যন্ত্রমানব তৈরি করা নয়।

● **নিশাত সুলতানা: একটি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার কর্মসূচি সমন্বয়কারী।**
purba_du@yahoo.com